ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

MORNING NEWS BULLETIN

BENGALI

16 DECEMBER 2024 **7:35AM IST**

==

রাজ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে গত ৯ মাসে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন । মূখ্যমন্ত্রী বলেন যে রাজ্যের সরকারী কার্যালয়গুলিতে স্মার্ট মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে যারফলে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭ টার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । মন্ত্রী বিধায়করা ব্যাক্তিগতভাবে বিদ্যুতের মাশুল পরিশোধ করা সহ সম্প্রতি সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে বৃহৎ পরিমাণের অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে বলেও মূখ্যমন্ত্রী জানান ।

রাজ্যের দুস্থঃ লোকেরা যাতে নিয়মিতভাবে চাল পান ,সে জন্য রাজ্য সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । গতকাল গুয়াহাটীর সরুসজাই ষ্টেডিয়ামে রাজ্যের খাদ্য ও গণবন্টন , গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা একথা জানান । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ৩৬ নম্বর গুয়াহাটী মধ্য বিধানসভা এলাকার চার হাজার ৫৩৫ টি পরিবারের ১৪ হাজার ৩২৮ জন

হিতাধিকারী এবং ৩৭ নম্বর জালুকবারী বিধানসভা এলাকার ৪ হাজার ৭৫৯ টি পরিবারের ১৬ হাজার চারশ ১১ জন হিতাধিকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে রেশন কার্ড প্রদান করেন । উল্লেখ্য মূখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ৪৯ টি নতুন বিধানসভা এলাকার জন্য রেশনকার্ড বিতরণের প্রথম পর্যায়ের সূচনা করেন ।

শ্রীভূমি জেলার চারটি বিধানসভা এলাকায় গতকাল খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে নতুন রেশন কার্ড বন্টন করা হয়েছে । রাজ্যের পশু পালন ও পশু চিকিৎসা , মৎস্য ও পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল গতকাল পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের মুন্ডমালা খেলার মাঠে ১৩ হাজার একশ ৭৪ জন হিত্যাধিকারীর মধ্যে রেশন কার্ড বিতরন করেন । এদিকে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ ১২ হাজার একজন হিতাধিকারীকে , রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় মালাকার দূর্লভছড়া পাতি মাঠে ১২ হাজার দুশ ১৬জন হিতাধিকারীর মধ্যে এবং দক্ষিন করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ ১১ হাজার ৮২ জন হিতাধিকারীর মধ্যে নতুন রেশন কার্ড প্রদান করেছেন ।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর-কাটলিছরা বিধানসভা এলাকার হিতাধিকারীদের মধ্যেও গতকাল নতুন রেশন কার্ড বন্টন করা হয়েছে । জেলার বোয়ালিপারের ডক্টর শশীভূষন ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় জেলা আয়ুক্ত নির্সাগ হিভারে গৌতম , বিধায়ক জাকির হোসেন , পৌরপতি কল্যান গোস্বামী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন । গতকাল জেলার আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ১ হাজার ৩৬৩টি পরিবারের হাতে রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের অর্থ বিভাগের উদ্যোগে অরুণোদয় পক্ষ প্রকল্পের অধীনে গতকাল থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্য বিবেচিত পরিবারগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । অর্থ সাহায্য প্রদান করার জন্য যোগ্য হিতাধিকারী বাছাই করার উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহ ব্যাপী অরুণোদয় পক্ষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । এই প্রকল্পের হিতাধীকারীদের আসামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে । আবেদনকারীদের আধার সংযুক্ত বৈধ রেশনকার্ড থাকা বাঞ্ছনীয় । এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করতে বিধবা , ৪৫ বছরের উর্দ্ধের অবিবাহিতা , বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মহিলা , একা মহিলা , তৃতীয় লিংগ , দিব্যাঙ্গ , সরকারী পঞ্জীভূক্ত বৃদ্ধাশ্রমে থাকা মহিলা , অসুস্থ মহিলা , আশ্রয়হীন পরিবারের মহিলা , অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার হিতাধিকারীরা আবেদন করতে পারবেন ।

কেন্দ্রীয় বন্দর জাহাজ পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গতকাল জলবাহক শীর্ষক কার্গ প্রকল্প এবং নির্ধারিত সেবার সূচনা করেন । এই উপলক্ষে কলকাতার জি আর জেট্টিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রী সনোয়াল গঙ্গা নদীর এক নম্বর জাতীয় জলপথ , ব্রহ্মপুত্রের জাতীয় জলপথ এবং ১৬ নম্বর বরাক নদীর জাতীয় জলপথে দক্ষ , ব্যয় সাপেক্ষ এবং বহনক্ষম পরিবহনের জন্য শক্তি সঞ্চার করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান যে এই প্রকল্পের অধীনে এক নম্বর জাতীয় জলপথের পাটনা হয়ে কলকাতা এবং বারাণসীর মধ্যের অংশ এবং ভারত বাংলাদেশ প্রটোকল জলোপথ হয়ে দু নম্বর জাতীয় জলপথে কলকাতা ও গুয়াহাটীর পান্ডুর মধ্যে এই পরিষেবা আরম্ভ করা হয়েছে ।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ শিলচর বঙ্গ ভবন প্রেক্ষাগৃহে বানান কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন। কর্মশালায় আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবাশীস ভট্টাচার্য প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় মোট ১২২ জন প্রশিক্ষারথি অংশগ্রহন করেন।